দরসে তাযকিয়া

৩য় পর্ব

ইখলাস ও রিয়াকারী

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ



দরসে তাযকিয়াহ (৩য় পর্ব)

ইখলাস এবং রিয়াকারী

মাওলানা আসেম উমর হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على سيد المرسلين و على اله و صحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا

و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهااو امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه

আমার প্রিয় ভাইয়েরা, আজকের এই মজলিসে আমরা নফসের আরেকটি হামলার ব্যাপারে কথা বলব, সেটা এমন এক হামলা যা মানুষের সমস্ত আমল ধ্বংস করে দেয়। আর সে হামলাটা হল রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য আমল করা। আল্লাহ পাক নফসের এই হামলা থেকে আমাদের সকল ভাইদের হেফাজত করুন এবং সমস্ত আমল আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা সূরা কাহাফের সর্বশেষ আয়াতে ইরশাদ করেন,

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا

“আর যে কেউ আল্লাহ্ তা’আলার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখে সে যেন নেক আমল করে।”

আল্লাহ্ শুধু এটুকু বলেই ক্ষ্যান্ত হননি, তিনি সামনে আরো বলেন, “সে যেন নিজের রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।”

ইমাম তাউস রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের শানে নুজুলে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে হাজির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাকে পছন্দ করি এবং আমি এও চাই যে, লোকজন আমার মর্যাদা ও সম্মান দেখে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন। অতঃপর এই আয়াত নাজিল হল। এমনিভাবে মুফাসসিরগণ জিহাদ ছাড়াও অন্যান্য আমলকেও এই ব্যাপারে আলোচনা করেছেন যার সারমর্ম এই যে, নেক আমল কবুল হওয়ার জন্য সেটা খালেস ভাবে আল্লাহ্‌র জন্যই হতে হবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ তাঁর মুসনাদে এই রিওয়ায়েত নকল করেছেন, নবী করিম ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إن أخوف ما أخاف عليكم ألشرك الأصغر

“আমি তোমাদের জন্য ‘ছোট শিরকের’ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই।” লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন সেই ছোট শিরক কী? তিনি বলেন, “লোক দেখানো আমল বা রিয়া।”

কেয়ামতের দিন রিয়াকারীদের বলা হবেঃ

"...إرهبوا إلي الذين كنتم تراؤن في الدنيا"

“যাও যাদের জন্য আমল করেছো এখন তাদের কাছ থেকে এর প্রতিদান চাও এবং দেখো! কিছু পাও কিনা।”

আর সেদিন আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে প্রতিদান দিবেন? সেদিন শুধু তাঁরই রাজত্ব থাকবে।

এমনকি হিজরতের ও জিহাদের মতো এতো বড় আমলেও যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ সকল আমলের কোন প্রয়োজন নেই। সেগুলো আল্লাহ্র জন্য না, আল্লাহ্ সেসকল আমলকে কবুলও করেন না।

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেন,

انما الاعمال بالنيات

“সমস্ত কাজ তো মানুষের নিয়তের উপরই নির্ভর করে।”

وانما لكل امرئ ما نوى

“প্রত্যেক মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়ত করছে।”

فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

“যার হিজরত আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর সন্তুষ্টির জন্য হবে, তার হিজরত প্রকৃতভাবেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর জন্য সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ তাকে ঐসকল

জিনিষ (প্রতিদান) দেয়া হবে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল ﷺ মুহাজিরীনদের সাথে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য, নিজের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য যে হিজরত করবে তাকে ঐসকল প্রতিদানই দেয়া হবে যার ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে।

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهااو امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه

আর যার হিজরত দুনিয়া অর্জনের জন্য হবে সে দুনিয়া পাবে এবং যার হিজরত কোন নারীকে বিয়ে করার জন্য হবে তাহলে সে ঐ নারীকে পাবে এমনিভাবে কোন নারীও যদি স্বামী পাওয়ার জন্য হিজরত করে সে স্বামীই পাবে। (অর্থাৎ ব্যক্তির হিজরত ঐ নারী বা পুরুষের জন্যই সাব্যস্ত হবে।) তাই সকল মুহাজির সাথীদের ও সকল মুহাজিরাহ বোনদের উচিৎ নিজেদের নিয়তকে নবায়ন করা ও একান্ত নিজের রব্বের সন্তুষ্টির জন্যই হিজরতের নিয়ত করা।

নেক আমল করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা দান করবেন। আল্লাহ্ পাক কুরআনে ইরশাদ করেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

যে ব্যক্তি নিজের নেক আমলের মাধ্যমে দুনিয়া ও দুনিয়ার সৌন্দর্য অর্জন করতে চায় আমি দুনিয়াতেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দিয়ে দিব।

وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

কোন কমতি করা হবে না।

কিন্তু আল্লাহ্ বলেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

যারা নেক আমল দুনিয়ার জন্য, দুনিয়ার ইজ্জত-সম্মান, দুনিয়ার সম্পদ, পদ ও পদবীর জন্য করেছে তাদের তাদের পূর্ণ হিসসা প্রদান করা হবে। কিন্তু তিনি আরও ইরশাদ করেন,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

এরা দ্বীনের পরিবর্তে দুনিয়া চেয়েছে, এরা দ্বীন বিক্রী করে দুনিয়া অর্জন করেছে, আখেরাত বিক্রী করে দুনিয়া কামাই করেছে তাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ব্যতীত আর কোন অংশ নেই।

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا

যা কিছু করেছে সেসব আমল তো বরবাদ হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে।

وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

আর যা আমল করতো তা দুনিয়াতেই বাতিল (নষ্ট) হয়ে গেছে কারণ এর প্রতিদান তারা দুনিয়াতেই আল্লাহ্‌র নিকট চেয়েছে।

এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রিয়াকারীদের আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হবে আর যে সকল নেকী সে দুনিয়া ও দুনিয়ার যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য করেছে তা আখেরাতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ইমাম মুজাহিদ ও ইমাম দাহহাক রাহিমাহুমাল্লাহ হতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ঠিক তেমনিভাবে কুরআন মাজিদ ঐসকল রিয়াকারী (লোক দেখানো ইবাদত কারী) লোকদের কথাও বর্ণনা করে যারা এজন্য দান-সদকা করে যেন লোকেরা তাদেরকে দানবীর বলে এবং লোকজনের মাঝে তাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ পাক তাদের ব্যাপারে বলেন,

كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا

সুতরাং, তাদের উদাহরণ হলোঃ একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি জমেছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। এবং শেষে কি অবশিষ্ট রইলো? কিছুই না।

فَتَرَكَهُ صَلْدًا

আবারো সেটা মসৃণ পাথর হয়েই রইলো। অর্থাৎ এমন মাটি যেটার মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার পরও কোন লাভ হয়নি। সুতরাং, যারা রিয়া বা লোক দেখানোর জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থসম্পদ ব্যয় করবে তাদের জন্য আখেরাতে কিছুই থাকবেনা। অথচ ঐ সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে কুরআন তাঁদের জন্য কতইনা উত্তম উদাহরণ দেয়ঃ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

আর যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নিজেদের মনকে সুদৃঢ় করার জন্য ব্যয় করবে তাঁদের উদাহরণ হলোঃ এমন একটি টিলায় অবস্থিত বাগানের মতো যেখানে প্রবল বর্ষনের ফলে দ্বিগুন ফসল ফলে...! ফল আরো বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজের মাল খরচ করে, আল্লাহ তার সম্পদ আরো বৃদ্ধি করে দেন আর আখেরাতে আল্লাহ আরো দ্বিগুন করে দিবেন।

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

আল্লাহ তা'আলা সে সম্পদকে দ্বিগুন, তিনগুন বা আরো বেশি করে দিবেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রিয়াকারীদের শাস্তিও লোকদের দেখিয়ে দেয়া হবে। কেননা তারা নিজেদের আমল লোকদের দেখাতো। আর যারা নেক আমল লোকজনকে শুনিয়ে বেড়ায় তাদের আযাবও লোকজনকে শুনিয়ে দেয়া হবে। কেননা তারা নিজেদের আমল দম্ভভরে প্রদর্শন করে বেড়াত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিজের নেক আমল প্রদর্শনকারীকে আল্লাহ তা' আলা অবশ্যই অপমানিত করবেন। তার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে মানুষের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছিত হবে। এটা বলে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না করতে লাগলেন।

হে আমার প্রিয় সাথীরা! জিহাদ একটি বিরাট সম্পদ। এটা অত্যন্ত মহান একটি ইবাদাত। এটা ইসলামের একটি নিদর্শন ও অতিউচ্চ চূড়া। এজন্য খুব খেয়াল রাখতে হবে। অনেক সতর্কতা প্রয়োজন।

আরেক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষদের দেখে ধীরে ধীরে ভালমতো নামাজ পড়ে (অর্থাৎ যখন মানুষজন দেখে তখন খুব উত্তমভাবে নামাজ পড়ল) আর একাকী দ্রুত নামাজ পড়ে, তবে সে তার রবের অপমান করল। সে মানুষের জন্য ভালভাবে নামাজ আদায় করে আর যার জন্য এই নামাজ তার সামনে ভালভাবে পড়ে না। অর্থাৎ মানুষের মর্যাদা ও মানুষের ভয় অন্তরে বেশি আর আল্লাহ্‌র ভয় নেই। মানুষের কাছে কিছু পেতে আশাবাদী যে তারা বাহবা দিবে আর আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের আশা নেই যে, তিনি এর প্রতিদান দিবেন। আর যদি তাঁর জন্য না করি তবে কঠিন শাস্তিও দিবেন।

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا

যার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকে এবং যার সাথে সাক্ষাত করা হবে তার ব্যক্তিত্ব যদি অনেক বড় ও মহান হয় আর আল্লাহ্‌র চেয়ে মহান আর কে হবে? আর তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিশ্বাসও অন্তরে আছে অথচ তাঁকে দেখানোর জন্য আমল করে না বরং মানুষকে দেখানোর জন্য করে তাই সে যেন তার রবের অপমান করল। এই সমস্ত রেওয়ায়েত এই 'শিরকে খফী' তথা ছোট শিরকের ভয়াবহতা ও ক্ষতির বর্ণনা করে যে, মানুষ আমলও করে, নেককাজও করে, নিজেকে ক্লান্তও করে, আর বিশেষ করে জিহাদের মতো এতো বড় আমল হয় আর তা যদি আল্লাহ্‌র জন্য না হয়, বাহবা পাওয়ার জন্য হয়, প্রসিদ্ধির জন্য হয়, পদের জন্য হয়, পদমর্যাদার জন্য হয়, অথবা দুনিয়াবী সম্পদের জন্য হয় তবে সেটা কতবড় ক্ষতি! অনেক বড় ক্ষতির বিষয়। এজন্য আমাদের নিয়তের ব্যাপারে সবসময় খুব খেয়াল রাখতে হবে।

ইখলাস এতো বড় সম্পদ যে, কোন বান্দা যদি ইখলাসের সাথে কোন নেক আমল করার নিয়ত করে আর কোন সীমাবদ্ধতা বা ওজরের কারণে আমলটি করতে নাও পারে তবুও আল্লাহ তা' আলা তাকে সে নেক আমলের প্রতিদান দান করেন। অপরদিকে, ইখলাস ব্যতীত আমল করার পরও আল্লাহ প্রতিদান দেয়া থেকে বঞ্চিত করেন এমনকি আযাবের উপযুক্ত করেন।

নবী কারিম ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

যে ব্যক্তি রাতে ঘুমানোর সময় এই নিয়ত করে ঘুমায় যে রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে অতঃপর ঘুমের ঘোরে পড়ে থাকল, এবং তাহাজ্জুদ পড়তে পারলো না।

তিনি ﷺ বলেন,

كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى

সে যেহেতু নিয়ত করেছে তাই তাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমল করেনি তবু নিয়ত খালেস ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা প্রতিদান দিয়ে দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ কে একজন স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে মুবারক! তোমার কি অবস্থা? তিনি বলেন, আল্লাহ আমার উপর অনেক অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু আমার প্রতিবেশী আমার চেয়েও অগ্রগামী হয়ে গেছে। তার ঘরের সামনে থাকত। লোকেরা তার প্রতিবেশীর ঘরের লোকজনকে জিজ্ঞেস করল, তার কী আমল ছিল? পরিবারের লোকেরা বলল, তার তো তেমন বিশেষ কোন আমল ছিলনা। শুধু আল্লাহ্র আনুগত্য করে দিন অতিবাহিত করত। তিনি কামার ছিলেন, নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন আর কোন বিশেষ আমল ছিলনা। হ্যাঁ তবে রাতে তিনি যখন বাড়ি ফিরতেন এবং সামনে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের ঘরে যখন বাতি জ্বলতে দেখতেন তখন খুব আফসোস করে বলতে "আহ! আমিও যদি তাহাজ্জুদ পড়তে পারতাম, আমিও যদি রাত জেগে আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারতাম! আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আল্লাহ্র কতো নেক বান্দা! কিন্তু আমি তো ক্লান্তির কারণে ইবাদত করতে পারিনা!" হয়তো আল্লাহ্র কাছে তার এই আমলটা পছন্দ হয়ে গেছে। তেমনিভাবে নবী কারিম ﷺ ইরশাদ করছেন,

من طلب الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه

“যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে এখলাসের সাথে আল্লাহ তা’আলার নিকট শাহাদাত কামনা করবে। আল্লাহ তা’আলা তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।”

দেখুন এটা শুধুমাত্র একনিষ্ঠ নিয়ত ও এখলাসের বরকত। অথচ কোন ব্যক্তি যদি জিহাদ করে মৃত্যুবরণ করে কিন্তু এই জিহাদ দ্বারা তার আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য না হয়; বরং কোন স্বজনপ্রীতির জন্য, দলের জন্য, জাতীয়তা বা গোত্রের জন্য লড়াই করেছে, অথবা দেশভিত্তিক লড়াই করেছে দেশকে স্বাধীন করার জন্য বা দেশের পতাকা বুলন্দ করার জন্য বাংলা শরিয়তের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাহলে এ যুদ্ধ তার কোনো কাজেই আসবে না।

তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه

তোমরা মদীনায় এমন লোকদেরকে রেখে এসেছে যারা এই জিহাদে তোমাদের সাথে শরীক রয়েছে, তোমরা যা ব্যয় করেছ, তোমরা যতটুকু পথ অতিক্রম করেছ, এবং তোমরা যতটুকু ভূমি বিজয় অর্জন করেছ, তারা তোমাদের সাথেই আছে। অর্থাৎ প্রতিদানের দিক দিয়ে তারা তোমাদের সমান। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ তারা তো মদীনায় অবস্থান করছে। তারা সওয়াবের দিক থেকে কিভাবে আমাদের সমান হয়?   রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

حبسهم العذر

তারা অপারগতার কারণেই তোমাদের সাথে একত্র হতে পারেনি।

দেখুন! মুখলিস ব্যক্তি আমল না করেও সাওয়াবের অধিকারী হচ্ছে আর যে ব্যক্তি ইখলাস ছাড়া আমল করে সে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল! এটাই হলো ইখলাসে বরকত।

এই গাযওয়ায়ে তাবুকের সময়েই রহমাতুল লিল আলামিন ﷺ জিহাদের জন্য চাঁদা তুলছিলেন, এরমধ্যে খেজুরের স্তুপ হয়ে, একেকজন একেক জিনিষ নিয়ে এলো, কেউ

তার সমস্ত ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে আসল, কেউ তার বাগান দিয়ে দিল, এরমধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এর গুহার সাথী, সায়্যিদিনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরের সবকিছু নিয়ে আসলেন। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর! ঘরের লোকজনের জন্য কিছু রেখে এসেছো? তিনি বলেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাম রেখে এসেছি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ঘরের অর্ধেক নিয়ে আসলেন আর বাকী অর্ধেক পরিবারের জন্য রেখে এসেছিলেন। আরেক সাহাবীর উপর নবী কারীম ﷺ এর দৃষ্টি পড়ল তিনি দেখলেন, জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় হাতে করে কিছু এনেছেন, রহমাতুল লিল আলামিন ﷺ বুঝে গেলেন, সাহাবী সামনে অগ্রসর হতে চাচ্ছেন কিন্তু আসছেন না। হুজুর ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর? কি এনেছো? সাহাবী বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সারাদিন দিনমজুরী করে একটু খেজুর এনেছি এগুলোকে কবুল করুন, যাতে আমিও আল্লাহ রাস্তায় সম্পদ ব্যয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি।রহমাতুল লিল আলামিন ﷺ ঐ খেজুরগুলো নিলেন এবং খেজুরের স্তপে সেগুলোকে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, এই দানের ইখলাসের বরকতে আল্লাহ্‌ তা’ আলা তোমার দানকে কবুল করে নিবেন। এই হলো ইখলাসের বরকত। আমলে ইখলাস থাকলে তাকে উপরে নিয়ে যায়, দোয়ায় ইখলাস থাকলে আরশ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায় আর এটা না থাকলে শুধু পরিশ্রম আর অপমান ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে জোটে না।

ওমর বিন আব্দুল আযিয একদিন এক লোকের পাশ অতিক্রম করছিলেন যার হাতে কিছু কঙ্কর (পাথরের টুকরা) ছিল এবং সে এগুলো দিয়ে খেলা করছিল আর দোয়া করছিল,

اللهم زوجني من الحور العين

“হে আল্লাহ্‌ আমাকে হুরে’ আইনদের সাথে আমাকে বিয়ে করিয়ে দাও”

ওমর বিন আব্দুল আযিয তার কাছে গিয়ে বললেন,

بِئس الخاطب أنت

“তুমি কতো অধম বাগদত্তা (বর)! জান্নাতে হুরদেরকে কী এভাবে চাওয়া হয়?

যে হাতে কঙ্কর নিয়ে খেলা করবে আর জান্নাতের হুর আশা করবে! এই কঙ্কর ফেলে দাও...

الا ألقيت الحصٰى و أخلصت لله الدعاء

"এই কঙ্কর ফেলে দাও এবং ইখলাসের সাথে একান্ত নিজের রবের দিকে মনযোগী হয়ে দোয়া কর।"

নেক আমলের জন্য ইখালাস অত্যন্ত জরুরী! তাই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ইরশাদ করেন,

كونوا لقبول العمل اشد هما منكم بالعمل

আমলের চেয়ে বেশি আমল কবুল হওয়ার ফিকির কর।

الم تسمع الله يقول انما يتقبل الله من المتقين

তোমরা কি আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা শুনোনি?

انما يتقبل الله من المتقين

"আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল তার মুত্তাকী বান্দাদের নিকট হতেই (আমল) কবুল করেন।"

ইখলাস ও নিজেদের আমলকে গোপন করার ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের খুব আজীব আজীব ঘটনা বর্ণিত আছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা এমন এমন লোক পেয়েছি যাদের ইখলাস ও নিজেদের আমল গোপন করার নিদর্শন এমন যে, তারা এবং তাদের স্ত্রীরা এক বালিশে শুয়ে থাকলেও আল্লাহ্‌র ভয়ে নির্গত হওয়া তাদের চোখের পানি দিয়ে বালিশ ভিজে গেলেও তাদের বিবিরা তা টেরও পেত না।

সুতরাং, হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা, আমার মুজাহিদ সাথীরা!

কোন নেক আমল করার পূর্বে বা যেকোন কাজ করার পূর্বে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দিলের হালতের উপর খুব চিন্তা ফিকির করুন যে, এই কাজ করা ও বলার দ্বারা অন্তরের উদ্দেশ্য কী? সে কী চায়? আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য নাকি নফস (এই আমল করার মাধ্যমে) নিজে নিজেই তুষ্ট হতে চায়। মনে রাখবেন! মানুষের নফস তাদের খাহেশাত (মনো বাসনা) কে দ্বীনি চাদরে আবৃত করে দেয়। মানুষের খাহেশাতকে তার সামনে দ্বীনি রূপ দিয়ে উপস্থাপন করে। আর যদি ব্যক্তি, সমাজ ও সংগঠন এর হিসাব না রাখে আর এদিকে লক্ষ্য না রাখে তাহলে একপর্যায় দ্বীনের নামই খাহেশাত (প্রবৃত্তির চাহিদাই) হয়ে যায়।

সমস্ত খাহেশাত, চাই সেটা বেদনা বা আনন্দের বিষয় হোক, ঘর হোক বা মসজিদ, সম্মেলন হোক বা দ্বীনি মজলিস সবকিছু দ্বীনি হয়ে যায় এবং দ্বীনের নামে সমস্ত কুসংস্কার স্বাভাবিক করে দেয়া হয়। আল্লাহ্‌ হিফাযত করুন; কোথাও কোথাও এমনও হয় যে, নাচ-গানের অনুষ্ঠানকেও ইসলামী লেবেল লাগিয়ে সেগুলোকেও জায়েজ করা হয়।

আল্লাহ্‌ কতো সুন্দর ভাবে আমলকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার শিক্ষা দিচ্ছেন...

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا

“যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখে...”

আর এমন কোন মুসলমান আছে যে তার রবের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা রাখে না! কোন্‌ বান্দা তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের জন্য ছটফট করে না! রবের সাক্ষাতের প্রবল ইচ্ছা রাখেনা এমন কে আছে! সাক্ষাতের রাস্তায় যতো বাঁধা-বিপত্তি আসে সেগুলোকে সরানোর চেষ্টা করে না এমন কে আছে! এটাই তো ঈমানদারদের শান। এটাই তো ঈমানের চাহিদা। এটাই একজন মুসলমানের মে’রাজ আর সর্বোচ্চ সাধনা যে, যার সাথে ভালবাসার দাবী করে তার সাথে সাক্ষাত করতে অন্তর ছটফট করবে। অন্যথায়, এটা কেমন ভালবাসা যে, অন্তরে অনেক মুহাব্বাত অথচ, প্রেমাষ্পদের সাক্ষাতে উদগ্রীব না! তাই আমরা যেই আমলই করি না কেন - কাউকে এক গ্লাস পানি পান করাই, কাউকে একটি বালিশ এগিয়ে দেই, আমল যত ছোট কিংবা বড়ই হোক সেখানে

নিজেদের নিয়তের যাচাই অবশ্যই করতে হবে। সাহাবাগণ এই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতেন। জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ভাবতেন আমি কেন বের হয়েছি? আমার নিয়তে আবার অন্যকিছু চলে আসেনি তো? আবার ঘরে ফিরে যেতে এবং পূনরায় নিয়তকে শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই নির্ধারণ করতেন যে, “হে আল্লাহ্‌! শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই আমি এই রাস্তায় বের হচ্ছি।” তারা কেন এমন করতেন? কারণ, এর অনেক মূল্য!

انما الاعمال بالنيات

“সমস্ত কাজ তো মানুষের নিয়তের উপরই নির্ভর করে।”

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নবী কারিম ﷺ বলেছেন,

انما الاعمال بالخواتيم

“সমস্ত আমল মানুষের শেষ পরিণামের উপরই নির্ভর করে।”

ইমাম ত্বিবী রহিমাহুল্লাহ এর ব্যখ্যায় বলেন, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনুগত্যের উপর স্থায়িত্বের প্রাধান্য দিয়েছেন। আর নিজের আমলের উপর সন্তুষ্ট হওয়া ও পর্যাপ্ত মনে করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, জিহাদে চলে এসেছি, এবাদতকারী হয়ে গিয়েছি, অথবা আলিম হয়ে গিয়েছি, এখন নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছি। আমরা আমাদের নিজেদের উপর পরিতৃপ্ত হয়ে গিয়েছি যে, আমরা তো জিহাদে চলে এসেছি, এখানে তো শুধু ক্ষমা আর ক্ষমা… অথবা আমরা তো অমুক দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছি, এখন শুধু আমাদের জন্য ক্ষমা আর ক্ষমা…

নফস আমাদের মধ্যে এই চিন্তাধারা তৈরি করে, আর ঐসব লোক এর শিকার হয়ে যায়, যারা নফসের হামলা থেকে উদাসীন থাকে।

আর ইহুদীরা যে বলেছিল,

وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات

অথবা,

وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى

“ইহুদী ও নাসারা ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না।”

তারা এই কথাগুলো এমনি এমনি বলতো না। যখন নিজের আমলের কোন চিন্তা থাকে না এবং নিজের নফস থেকে গাফেল হয়ে যায় তখন নফস এ সমস্ত বিষয়গুলো তৈরী করতে করতে চিন্তা ধারাকে এমন করে ফেলে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি এটি ভাবতে থাকে যে আমাদের তো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, আমরা তো জাহান্নামে যাব না, জান্নাত আমাদের জন্যই... আর আজকে উম্মতে মুসলিমার মাঝে এই চিন্তাধারার সৃষ্টি হচ্ছে।

কেউ কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ভাবতে থাকে যে, জান্নাত তো আমাদের জন্যেই। আমাদের তো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। না নিজের আমলের চিন্তা, না আল্লাহর আনুগত্যের চিন্তা, না গুনাহ থেকে বাঁচার চিন্তা, কিন্তু দলের গণ্ডীতে থেকে সবাই এটা ভাবতে শুরু করেছে যে, আমাদের মাফ করে দেয়া হয়েছে!

الا ما شاء الله

তাই মুজাহিদদের অনেক খেয়াল রাখতে হবে, এমন যেন না হয় যে, জিহাদে আসার পরেই এই চিন্তা করে বসে থাকি যে আমাদের তো মাফ করে দেয়া হয়েছে, আর মুজাহিদের জন্য কতো ফজিলত আছে, জান্নাতের ওয়াদা রয়েছে...। না! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

انما الاعمال بالخواتيم

“মানুষের শেষ আমলই ধর্তব্য”।

সহিহ মুসলিম এসেছে,

وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنه

একব্যক্তি জীবনের লম্বা সময় এমন আমল করে যে, সে জাহান্নামে যাবে, কিন্তু শেষ সময় আল্লাহ্ তা’আলা তাকে নেক আমল করার তৌফীক দান করেন আর সে

জান্নাতীদের আমল করে, আর এভাবেই তার শেষ পরিণতি ভাল হয়, আর সে জান্নাতে চলে যায়। আবার এর উল্টোটাও হয়ে থাকে যে, একব্যক্তি লম্বা সময় এক রেওয়ায়েতে ৭০ বছরের কথা এসেছে যে, সে নেক আমল করে কিন্তু শেষ সময় বদ আমল করে এবং সে খারাপ আমলের উপরই তার মৃত্যু আসে এবং সে জাহান্নামে চলে যায়।

এজন্য আমার বন্ধুরা! এটা ভাল-মন্দের যুদ্ধ। যেখানে আমাদের বাহ্যিক (প্রকাশ্য) শত্রুর সাথে লড়াই করতে হবে সেখানেই এই উহ্য (গুপ্ত) শত্রুর সাথে, তার চক্রান্তের সাথে, তার নিকৃষ্টতার ব্যাপারেও সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি।

আল্লাহ্ তা'আলা রিয়া থেকে আমাদের হেফাযত করুন, প্রত্যেক আমলেই যেন তাঁর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। প্রত্যেক মুহুর্ত যেন তাঁরই গোলামীতে কাটে, আমাদের রব প্রত্যেক মুহুর্তে যেন আমাদের তাঁর বান্দা হিসেবে পায়। কেননা নিজের রবের সামনে তাঁর বান্দা ও গোলাম হিসেবেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল আমল শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করুন। সব ধরণের শিরক থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও আমাদের আমলকে তৌহীদের (একত্ববাদের) রঙে রাঙ্গিয়ে তুলুন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

সফর ১৪৩৯ হিঃ

আস সাহাব উপমহাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত উর্দু অডিও বয়ান থেকে বাংলায় অনুদিত।